Laxmi Panchali in Bengali

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান - ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনাস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্।। গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার ভূষিতাম। রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীদেবীর পূজা মন্ত্রঃ - শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীদেবীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রঃ - নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চনাৎ।।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীদেবীর প্রণাম মন্ত্রঃ- ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীদেবীর স্তবঃ- ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে। যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা। ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া। পদ্মা-পদ্মালয়া সম্পদপ্রদা শ্রীঃ পদ্মধারিণী। দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ। স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ।।

শ্রী শ্রী লক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথা -দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ। ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস।। লক্ষ্মী দেবী বামে লয়ে বসি নারায়ণ। করিতেছেন নানা কথা সুখে আলাপন।। হেনকালে বীণা-হস্তে নারদ মুনিবর। লক্ষ্মী-নারায়ণে নমি কহিল বিস্তর।। ঋষি বলে, মাগো তব কেমন বিচার। সর্বদা চঞ্চলা হয়ে ফির দ্বারে দ্বার।। মর্তবাসী সদা তাই ভুগিছে দুর্গতি। অপেকের তরে তব নাহি কোথা স্থিতি। অন্নাভাবে মাগো তারা সদা দুঃখ পায়।

অন্ন বিনা সবাকার জীর্ণ শীর্ণকায়। নারদের বাক্য শুনি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। সঘনে নিঃশ্বাস ত্যজি কহে মৃদুবাণী।। কভু না কাহারও প্রতি আমি করি রোষ। মর্তবাসী দুঃখ পায় নিজ কর্মদোষ। যাও তুমি ঋষিবর ত্রিলোক-ভ্রমণে। ইহার বিধান আমি করিব যতনে। অতঃপর চিন্তি লক্ষ্মী, নারায়ণে কয়। কিরূপে হরিব দুঃখ কহি দয়াময়।। হরি কহে, শুন সতী বচন আমার। মর্তধামে লক্ষ্মীব্রত করহ প্রচার। প্রতি বৃহস্পতিবারে মিলি যত এয়োগণে।

সন্ধ্যাকালে পুজি কথা শুনিবে শ্রবণে। বাড়িবে ঐশ্বর্য তাহে তোমার কৃপায়। দুঃখ-কষ্ট দূরে যাবে তোমার দয়ায়।। শ্রীহরির বাক্যে লক্ষ্মী আনন্দিত মনে। মর্তধামে চলিলেন ব্রত প্রচারণে।। অবন্তী নগরে লক্ষ্মী হৈয়া উপনীত। দেখিয়া শুনিয়া হন বড়ই স্তম্ভিত। নগরের নগরপতি ধনেশ্বর রায়। অগাধ ঐশ্বর্য তার কুবেরের প্রায়।। সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দ্বেষ। প্রজাগণে পালিত সে পুত্র নির্বিশেষ।। এক অন্নে সাতপুত্র রাখি ধনেশ্বর।

যথাকালে সসম্মানে গেল লোকান্তর।। পিতার মৃত্যুর পর সপ্ত-সহোদর। ভার্যার কুহকজালে হৈল স্বতন্তর।। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীদেবী ছাড়িল সবার। সোনার সংসার সব গেল ছারখারে। বৃদ্ধা ধনেশ্বর-পত্নী না পারি তিষ্ঠিতে। গহন কাননে যায় পরাণ ত্যজিতে।। হেনকালে ছদ্ম বেশে দেবী নারায়ণী। বন মধ্যে উপনীত হলেন আপনি।। মধুর বচনে দেবী জিজ্ঞাসে বৃদ্ধারে। কি জন্য এসেছ তুমি গহন কান্তারে। কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধা অতি দুঃখস্বরে।

তারপর ভাগ্যের কথা বলিল ধীরে।। সহিতে না পারি আর সংসার যাতনা। ত্যজিব জীবন আমি করেছি বাসনা।। লক্ষ্মীদেবী বলে, শুন আমার বচন। আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন। গৃহে ফিরে গিয়া তুমি কর লক্ষ্মীব্রত। সব দুঃখ দূরে যাবে হবে পূর্বমত।। মনেতে দেবীর মূর্তি করিয়া চিন্তন। একমনে ব্রতকথা করিবে শ্রবণ। যেই গৃহে গুরুবারে লক্ষ্মীব্রত হয়। সেই গৃহে থাকে লক্ষ্মী জানিও নিশ্চয়। বলিতে বলিতে লক্ষ্মী নিজ মূর্তি ধরি। বৃদ্ধারে দর্শন দিল লক্ষ্মী কৃপা করি।।

ভূমি লোটাইয়া বৃদ্ধা প্রণাম করিল। আনন্দিত মনে বৃদ্ধা গৃহেতে ফিরিল। বধুদের ডাকি বৃদ্ধা করিল বর্ণন। যেরূপে ঘটিল তার দেবী দরশন।। ব্রতের বিধান সব বধুদের বলে। শুনি বধুগণ ব্রত করে কুতূহলে।। বধুদের লয়ে বৃদ্ধা করে লক্ষ্মীব্রত। হিংসা দ্বেষ স্বার্থ ভাব হৈল তিরোহিত। মা লক্ষ্মী করেন তথা পুনরাগমন। অচিরে হইল গৃহ শান্তিনিকেতন। দৈবযোগে কোনদিন বৃদ্ধার আলয়ে। উপনীত এক নারী ব্রতের সময়ে।। ব্রতকথা শুনি তার ভক্তি উপজিল। লক্ষ্মীব্রত করিবারে মানস করিল।।

স্বামী তার চিররুগ্ন অক্ষম অর্জনে। ভিক্ষা করি যাহা পায় খায় দুইজনে। এই কথা চিন্তি নারী করিল কামনা। স্বামীরে নীরোগ করো চরণে বাসনা। গৃহে ফিরি সেই নারী করে লক্ষ্মীব্রত। ভক্তিভরে সাধ্বী নারী পুজে বিধিমত। দেবীর কৃপায় তার দুঃখ হৈল দূর। পতি হৈল সুস্থ দেহ, ঐশ্বর্য্য প্রচুর।। কালক্রমে শুভদিনে জন্মিল তনয়। সংসার হইল তার সুখের আলয়।। এই রূপে লক্ষ্মীব্রত করে ঘরে ঘরে। প্রচারিত হয় ক্রমে অবন্তী নগরে।।

শুন শুন এয়োগণ অপূর্ব ব্যাপার। ব্রতের মাহাত্ম্য যাতে হইল প্রচার।। অবন্তী নগরে এক গৃহস্থ ভবনে। এয়োগণ লক্ষ্মীব্রত করে একমনে।। অকস্মাৎ এলো সেথা বণিক তনয়। দাঁড়াইল সেই স্থানে ব্রতের সময়।। ধনৈশ্বর্যে পূর্ণ গৃহ ভাই পঞ্চজন।

পরস্পর অনুগত রয় সর্বজন।। ব্রত দেখি হেলা করি বণিক তনয়। বলে, একি ব্রত ইথে কিবা ফলোদয়।। বণিকের বাক্য শুনি বলে বামাগণ। লক্ষ্মীব্রত করি ইথে কামনা পূরণ।। এই ব্রত যে করিবে ধনে জনে তার। লক্ষ্মীর কৃপায় হবে সোনার সংসার।

শুনি তাহা সদাগর বলে অহঙ্কারে। যে জন অভাবে থাকে সে পূজে উহারে।। ধনৈশ্বর্য ভোগ আদি যা কিছু সম্ভবে। সবই তো আমার আছে আর কিবা হবে। ভাগ্যে না থাকিলে লক্ষ্মী কিবা দিবে ধন। হেন কথা কভু আমি না শুনি কখন। অহঙ্কার-বাক্য লক্ষ্মী সহিতে না পারে। গর্বেরকারণে লক্ষ্মী ছাড়িল তাহারে।। ধনমদে মত্ত হয়ে লক্ষ্মী করি হেলা। নানা রত্ন পূর্ণ তরী বাণিজ্যেতে গেলা দৈবযোগে লক্ষ্মী কোপে সহ লোকজন। সপ্ততরী জল মধ্যে হইল নিমগন।।

গৃহমধ্যে ধনৈশ্বর্য যা ছিল তাহার। বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়ে হৈল ছারখার।দূরে গেল ভ্রাতৃভাব হৈল ভিন্ন ভিন্ন। সোনার সংসার তার হইল বিপন্ন।। ভিক্ষাজীবী হয়ে সবে ফিরে দ্বারে দ্বারে। পেটের জ্বালায় ঘোরে দেশ-দেশান্তরে।। এরূপ হইল কেন বুঝিতে পারিল। কেঁদে কেঁদে লক্ষ্মী স্তব করিতে লাগিল।। সদয় হলেন লক্ষ্মী তাহার উপরে। পুনরায় কৃপাদৃষ্টি দেন সদাগরে। মনে মনে মা লক্ষ্মীরে করিয়া প্রণাম। ব্রতের সঙ্কল্প করি আসে নিজ ধাম।।

লক্ষ্মীব্রত করে সাধুকুলের বধূগণ। সাধুর সংসার হৈল পূর্বের মতন। এইরূপে লক্ষ্মীব্রত মর্ত্যেতে প্রচার। সদা মনে রেখো সবে লক্ষ্মীব্রত সার।।-এই ব্রত যেই নারী করে একমনে। লক্ষ্মীর কৃপায় সেইবাড়ে ধনে-জনে।যোড়করি সবে ভক্তিযুক্ত মনে। লক্ষ্মীরে প্রণাম কর যে থাক যেখানে ব্রতকথা যেবা পড়ে, যেবা রাখে ঘরে। লক্ষ্মীর কৃপায় তার মনোবাঞ্ছা পুরে।।

লক্ষ্মীর ব্রতের কথা বড় মধুময়। প্রণাম করিয়া যাও যে যার আলয়। লক্ষ্মীব্রতকথা হেথা হৈল সমাপন। মনের আনন্দে বল লক্ষ্মী-নারায়ণ।।

—ঃ অথ লক্ষ্মীর পাঁচালী সমাপ্ত ঃ-

---- Bhaktikatha.com-----